পর্যটন সংস্কৃতির বিনিময়ে

ঢাকা ট্রাভেল মার্ট '০৫

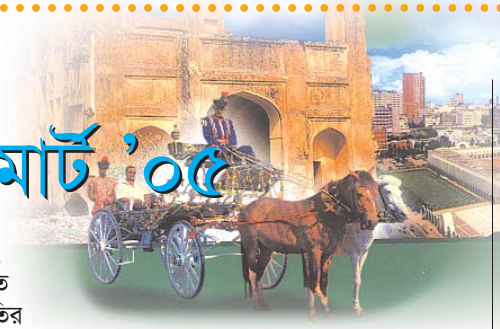

বাংলাদেশে বেড়াতে আসা এবং বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে বেড়াতে যাওয়ার মাধ্যমে পর্যটন বিনিময় সংস্কৃতির মেলবন্ধন গড়ে তুলতে রাজধানী ঢাকার হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে গত ৪ থেকে ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী 'ঢাকা ট্রাভেল মার্ট '০৫'। এই ট্রাভেল মার্ট বা পর্যটন মেলার মূল আয়োজক ছিলো পর্যটনবিষয়ক স্থানীয় পাক্ষিক পত্রিকা বাংলাদেশ মনিটর। সহ-আয়োজকদের মধ্যে ছিল ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট অব বাংলাদেশ। এর সহ-উদ্যোক্তা ছিলো জিএমজি এয়ারলাইন্স ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। মেলার কারিগরি দিক নিয়ে কাজ করেছে অ্যামাডিউস।

মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, মালয়েশিয়া ট্যুরিজম, নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড, সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, অ্যামিরাতস এয়ারলাইন্স, কাতার এয়ার ওয়েজ, এয়ার হংকং, ড্রাগন এয়ার, এয়ার ম্যাকাও, ইরানের মাহান এয়ার, নেপালের কসমিক এয়ারসহ ১৫টি দেশের ৪৬টি প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবার তথ্য প্রদর্শন করে। মেলার আরেকটি আকর্ষণীয় দিক ছিল 'পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা। মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দেশের পর্যটন শিল্পের পরিচয় তুলে ধরে। এর মধ্যে ছিল ঐসব দেশে বেড়ানো ও থাকার সুযোগ-সুবিধাসহ নানাবিধ তথ্য। এছাড়া মেলা উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ভ্রমণ প্যাকেজে ১০% ছাড়ের সুযোগ দেয়। এ সুযোগ ছিল অবশ্য মেলার দিনগুলোতে বুকিং দেয়ার ক্ষেত্রে। হোটেল, বিমান ভাড়াসহ নানাবিধ বিষয়ের পাশাপাশি চিকিৎসা সেবার জন্য ব্যাংকক পাতায়া হাসপাতাল এবং সিঙ্গাপুরের র‍্যাফেলস্ হাসপাতালসহ বেশ কয়েকটি হাসপাতাল স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। ট্রাভেল মার্টে ছিল বিশেষ চিকিৎসা প্যাকেজ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হৃদরোগ প্যাকেজ, চক্ষু প্যাকেজ, জেনারেল সার্জারি প্যাকেজ প্রভৃতি।

গুলশান থেকে মেলায় আসা টনি ও তপু নামে দুই যুবকের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, 'এ ধরনের আয়োজন নিশ্চয় ভালো উদ্যোগ। আমাদের ভ্রমণ অথবা বিদেশে চিকিৎসার ইচ্ছে থাকলেও তথ্য না জানা থাকায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ মেলা থেকে এসব তথ্য সহজেই জানতে পারছি। এছাড়াও বিশেষ ছাড়ের যে বিষয়টি রয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ।'

'পর্যটন কর্পোরেশনে পেশাদার চেয়ারম্যান নিয়োগ হয়নি'

কাজী ওয়াহিদুল আলম
চেয়ারম্যান, ঢাকা ট্রাভেল মার্ট, ২০০৫

সাপ্তাহিক ২০০০ : ঢাকা ট্রাভেল মার্টের এ ধরনের আয়োজন কি এটাই প্রথম?

কাজী ওয়াহিদুল আলম : না, আমরা দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করছি। আমরা ২০০২ সালে প্রথম আয়োজন করেছিলাম। এরপর নিয়মিত আয়োজন করার ইচ্ছে থাকলেও বিশ্বের নানা সংকটময় পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০০৪ সাল ছিল বিশ্ব পর্যটনের জন্য কিছুটা সাফল্যের বছর। যার ফলশ্রুতিতে এবারের আয়োজন।

২০০০ : এ ধরনের আয়োজনের মূল লক্ষ্য কি?

ওয়াহিদুল আলম : পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের বেশির ভাগ রাজস্ব আয় নির্ভর করে পর্যটন খাতের ওপর। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশে পর্যটনের যথেষ্ট উপাদান থাকলেও অবহেলা ও অব্যবস্থাপনায় এর উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, রাঙামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়ের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান আছে। এগুলো প্রত্যেকটি একেকভাবে পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। আমরা যদি এগুলো বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারি এবং এর উন্নয়ন ঘটাতে পারি তাহলে প্রচুর পর্যটক আসবে। ট্যুরিজমের মূল শর্তই হলো প্রচার। অথচ আমরা আমাদের সম্ভাবনাময় শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা ট্যুরিজম প্রোডাক্ট বিক্রি করেন তাদের আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তারা ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, থাইল্যান্ড থেকে এসেছেন। তারা বাংলাদেশে কি পাওয়া যায় এবং তাদের ট্যুরিস্টরা এ দেশে এলে কি দেখতে পাবে এসব তথ্য নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি তাদের দেশের তথ্যও আমরা পাচ্ছি। এভাবে পারস্পরিক ইন্টারেকশন করার সুযোগ হচ্ছে। এছাড়াও স্থানীয় ট্যুর অপারেটররাও সুযোগ পাচ্ছেন। আর আমরা এক ছাঁদের নিচে এয়ারলাইন্স, হোটেল, ট্যুর অপারেটর, রিসোর্ট বিভিন্ন রিক্রিয়েশন সেন্টার এক জায়গায় করেছি। এককভাবে কখনও ট্যুরিজমের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এটা অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ের ফল। সেমিনারের মাধ্যমেও আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরছি। তারা তাদের দেশ তুলে ধরছে। এভাবে তথ্যের আদান-প্রদান হচ্ছে।

২০০০ : এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে আপনাদের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হচ্ছে বলে মনে করেন?

ওয়াহিদুল আলম : বিগত বছরে সফলতা যে খুব একটা বেশি পেয়েছি তা নয়। এ ধরনের মেলার ধারাবাহিকতা না থাকলে সফলতা আসবে না। মাঝখানে যে দু'বছর মেলা হয়নি, যার জন্য আমাদের সমস্যা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের দেশে প্রদর্শনী বা এক্সিবিশন কালচার এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিদেশে যেমন চীনে একটার পর একটা মেলা হচ্ছে, সেখানে সারা বছর এ ধরনের আয়োজন চলে, এমনকি ভারতে প্রতি বছর এ ধরনের মেলা হয় ১০টির মতো। কিন্তু আমাদের দেশে হয় বছরে দু'একটি।

২০০০ : পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে সরকারের শুরু থেকে কি কি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?

ওয়াহিদুল আলম : সব সরকারই মুখে বলেছে পর্যটন শিল্পের জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হলো, আজ পর্যন্ত পর্যটন কর্পোরেশনে প্রফেশনাল চেয়ারম্যান নিয়োগ হয়নি। এছাড়া প্রতি বছর এক-দু'জন করে চেয়ারম্যান বদল হয়। যাদের সরকারি অন্য কোথাও জায়গা দেয়ার স্থান থাকে না তাদের এখানে নিয়োগ দেয়া হয়। এতে করে কাজের কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। এক কথায় বলা চলে, পরিকল্পনাহীন কাজ করা হচ্ছে। এভাবে কাজ করলে উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? এসব কারণে যতটুকু সম্ভাবনা ছিল পর্যটন শিল্পে তা কাজে লাগাতে পারছি না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে হবে। সরকারি যেসব মোটেলের সার্ভিস ভালো না সেগুলো বেসরকারি খাতে দিয়ে দিতে হবে। পর্যটন নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে এবং সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

i"ûj Zvcm